শো না র গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণের সোনার ভূমিকা

পাঁচ বছরে দুইশ বই 'নিঃশেষ' হওয়া—তার মধ্যে অধিকাংশই দান—আমাকে কোনো মানদণ্ডেই 'পাঠক-প্রিয়' বলা যায় না, যায় কি? প্রিয় হতে আমার বয়েই গেছে। মানুষ হিসেবেও সামাজিক মানুষের প্রিয়-তালিকায় থাকা হয় না আমার—ধাতে সয় না—ভূতে কিলায় তাই। আমি তিতা শুনি, তিতা শুঁকি, তিতা লিখি, তিতা গিলি, তিতা দেখি। আয়ুর্বেদশাস্ত্র বলবে তিতা সর্বদা খারাপ না, সেই আমার বর্ম।

২০১৮-র পর একটা মৌলিক নাপোন্যাস (দিনলিপি আঙ্গিকে) দুটো হাংরি বই সম্পাদনা (যৌথ), আর লাতিন আমেরিকার নয়টি একাঙ্ক নাটক প্রকাশ—বাংলা সাহিত্যে আমার 'অনন্য অবদান'! বন্ধু মোস্তাফিজ কারিগরের অবশ্য *শো না র গল্প* প্রিয়। সে আমাকে এ বইয়ের গল্পের আদলে আরও কিছু গল্প লিখতে বলেছে—কয়েকবারই। আমি তাকে বলতে পারিনি সে আর সম্ভব না। আমি তখন অন্য কিছু শুনেছি, অন্য কিছুর ঘ্রাণ নিয়েছি, অন্য কিছু স্পর্শ করেছি। আমি তখন অন্য কিছু ছিলাম—অন্য ঘোরে ছিলাম। ২০১৮-র পর আমি এক ভিন্ন বান্দা, ভিন্ন ধান্দা নিয়ে চক্কর খাচ্ছি—

তবু বইটা প্রকাশিত থাকা দরকার হয়তো। বহু কষ্টে নিজের লেখা আবার দেখেছি। কিছু পরিমার্জন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তিশা একবার দেখে দিয়েছে—ওকে ধন্যবাদ। যারা-যারা আমাকে সহ্য করে যাচ্ছেন তাঁদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা।

সৌম্য সরকার
জুলাই ২০২৪

শো না র গল্প

সৌম্য সরকার

শো না র গল্প
সৌম্য সরকার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
কথক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৩৭৯ টাকা তেইশ পয়সা

SHONAR GOLPO By Soumya Sarker Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Second Edition: July 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 379.23 Taka RS: 379.23 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93280-7-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

এবার বসন্তে
আমি তোমার জন্য কিছু ভুল আর ব্যথা রেখে দিই

আমার সঙস অফ ননসেন্স
আর কারো জন্য হতে পারে না

সৌম্যর অবিকৃত [অবিক্রিতও] বইয়ের ফিরিস্তি

গল্পগ্রন্থ
নো-না গল্প (কবি প্রকাশনী ২০১৫)
উপন্যাস
না না একদম না (কবি প্রকাশনী ২০২১)
কবিতা
ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ধরে রাখো (লেখালেখি ২০১১)
নীল বিসর্গ নীল (কবি প্রকাশনী ২০১২)
বুদ্ধ বললেন, তবুও (কবি প্রকাশনী ২০১৩)
হতকাল (কবি প্রকাশনী ২০১৬)
অনুবাদ নাটক
দ্য ট্রায়াল অফ মাল্লাম ইলিয়া (অনুবাদ সংস্করণ ২০২২)
লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত একাঙ্ক (কবি প্রকাশনী ২০২৩)
ইয়ন ফসের তিন নাটক (কবি প্রকাশনী ২০২৪)
খুনিদের রাত (অনুবাদ ২০২৪)
নাট্যরূপ (যৌথ)
ক্রাচের কর্নেল (কবি প্রকাশনী ২০১৭)
সম্পাদনা (যৌথ)
নির্বাচিত হাংরি কবিতা (কবি প্রকাশনী ২০২০)
নির্বাচিত হাংরি গল্প (কবি প্রকাশনী ২০২১)

সূ চি প ত্র

বাকিটুকু প্রেমের সবটুকু জানা নেই ৯
পাগলা ড্যাশ ১৬
স্বপ্নদোষ কিংবা একটি নীতিবাক্যের ইতিহাস ২০
শেকসপীয়ারের অন্যরা ২৬
কালশিক্ষা ৩৩
আরেকটি স্বপ্নের গল্প ৩৪
নগর বাবা ৪৪
একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেমের গল্প, খসড়া নয় ৪৭
ইউনিফর্ম পরা পাগল-ইউনিফর্ম ছাড়া পাগল ৫১
তালমগ্ন-তালনগ্ন ৫৪
শহীদ কাদরীর ভূত ৬০
মিডিয়া স্টাডিস ৬৮
মরলে যাইয়োছে ৮২
গল্প, মাগার অসামাজিক ৮৪
আত্মজীবনীর খসড়া ৯১
পিপীলিকা ৯৪
মালওয়ালের হিরো হওয়াটা জরুরি ১০০
তিলোত্তমা-অসম্ভব গপপো ১০৯
আইল ১১২
ছায়াচলমান ১২৪
মেয়রদ্বয় প্রার্থনা করছেন ১২৮
নাতবই ১৩২
ধ-য়ে... ১৪১
ডগি ১৪৯
হ্যাঁগু ১৫৬
একটি কটন বাডের আত্মসম্মান বোধ ১৬০
আখিকে বাঁচতে হবে [কেনরে ভাই!] ১৬৩

বাকিটুকু প্রেমের সবটুকু জানা নেই

কবিরা মুট বহন করে না, তারা কবিতা বহন করে—এটা ধরে নেওয়া সত্য। সাধারণ জনতা অনেক কিছু ধরে নেয়। বাদ দিন।
আমি একটা কবিতা বহন করে ঘরে ঢুকেছি আজ। তার মানে আমি কবি। কাল যদি মুট বহন করি, আমি কুলি হয়ে যাব, কবি থাকব না। সেটা ব্যাপার না। একটা কিছু হলেই সই।

জানি মানুষজন আমার সাথে কষে ষড়যন্ত্র করে। না হলে সাতজন মানুষ এই মহা গুরুত্বপূর্ণ সতের মিনিটে আমাকে এগারো বার ফোন-কল করবে কেন? তবে আমি অবশ্য সকল ষড়যন্ত্রে হাণ্ড ঢেলে দিয়েছি। তারা আমাকে নিঃস্ব করতে চেয়েছে, তারা আমাকে ধ্বনিহীন করতে চেয়েছে, তারা ভারমুক্ত করতে চেয়েছে আমাকে। অথচ আমি ভারমুক্ত হতে চাইনি বরং এই কথার বোঝাকে ভালোবেসেছি। তাই আমি ওদের কারো সাথে এক বর্ণও কথা বলিনি। শুধু আমার বয়ে বেড়ানো কথাগুলোর সাথে কথা বলেছি। কথাগুলো খুব সম্ভব প্রেমের অথবা ক্রোধের অথবা ঘৃণার অথবা হিংসার অথবা দুঃখের। ঘাবড়াবেন না, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝবেন এগুলো খুব সম্ভব একই তারে বাঁধা।
কথাগুলো বলতে চাই কিন্তু আমি আমার পেনসিল দিয়ে মিথ্যা বলা শিখিনি এখনও কিন্তু শালার কবিদের সত্যটাকে সত্যের মতো করে বলতে নেই, তাই আমিও মিথ্যা করে বলব। যেহেতু আমি একটি কবিতা বহন করছি। আশা করি অপরাধ নেবেন না:

তুমি যখন লজ্জা পেতে থাকো
আমার তখন গা জ্বলে যায়।

তুমি যখন মেয়ে হতে থাকো
আমার তখন পিত্তি জ্বলে যায়

তুমি কি জানো, পাহাড়গুলো আটকে থাকে

আর মেঘগুলো হেঁটে যায়?
এতে পাহাড়ের পিত্তি জ্বলে যায়?

মেঘগুলো ফেটে বৃষ্টি পড়তে থাকে
ফসলেরা সবুজ হয় আর সবুজ হয়
আর এতে মেঘগুলোর গায়ে আগুন ধরে যায়?

আমরা ভুলে যাই মাটি বলে কেউ ছিল
বৃষ্টিগুলোর আগে সে চৌচির তাও ভুলে যাই
আমরা ভুলে যাই চৌচির মানে ব্যথা
বৃষ্টি এলে ফসলের দেহে ভোর আসে, মনে থাকে
আর যে ছিল চৌচির
তার সমস্ত শরীরে আগুন আর আগুন

আমার ধারণা—ধারণা কেন, দৃঢ় বিশ্বাস—আপনারা আগা-মাথা কিছুই বোঝেননি! কারণ আমি বোঝাতে চাইনি, লুকাতেই চেয়েছি।
আমি খুব মুনশিয়ানার সাথে সত্যটা লুকিয়েছি। সত্যটা জানলে আপনারা আমাকে নগ্ন হয়ে যেতে দেখতেন। আমি সেটা হতে দিতে পারি না। ভাবছেন খুব বাহাদুরি দেখালাম? তা একটু। মানুষের লজ্জাবোধ তাদের কবিতা লিখতে শিখিয়েছে।
কিন্তু লিখতে-লিখতে বুঝলাম আমি আর একটু নগ্ন হতে চাই কিন্তু পুরোটা না। তাই আমি একটা গল্প লিখতে শুরু করছি। অথবা একে আপনারা একটি ছোটো চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট বলতে পারেন। আমি আগে কখনো প্রেমের গল্প লিখিনি। ব্যাপারটি আমার আসে না। যাই লিখি ইয়ে, মানে, রূঢ় হয়ে যায়—আমার এক বন্ধু আমাকে সেটা মনে করিয়ে দেয় বারবার। এবার খুব সম্ভব আমি একটি মিষ্টি সামাজিক প্রেমের গল্প লিখতে যাচ্ছি যেটি দিয়ে যদি আমাদের ভবিষ্যৎ ফিল্ম মেইকার পামেল একটি ফিল্ম বানিয়ে ফেলে, তবে তাকে 'সামাজিক একশনধর্মী ফিল্ম' বলা যেতেও পারবে যেটি কিনা পরিবারের সকলে মিলে একসাথে বসে দেখা যাবে, কাউকে লজ্জায় জিভ কাটতে হবে না! কথা দিচ্ছি। এখানে যা কিছু সব লুকিয়ে চুরিয়ে হবে।
প্রথমে আমি আমার চরিত্রদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই:

দ-১	স-৩
স-২	আ-১
প-১	ত-১
স-১	শ-১
প-২	জ-১

এখানে বলে রাখি
শ-১ হচ্ছে শিশুচরিত্র যার যৌন-অর্থে প্রেম বিষয়ে কোনো ধারণা এখনও জন্মেনি।

সে থাকবে সবার কোলে-কোলে। তার পা ব্যথা—সারাদিন সে ভাইয়া এবং আপুদের সাথে শিশুপার্কে অনেক দৌড়েছে। সে হচ্ছে কবি ব্লেইকের ভাষায় 'সঙস অফ ইনোসেনস'। অন্যদিকে ভাইয়া এবং আপুরা হচ্ছে 'সঙস অফ একসপেরিএন্স' যাহা হইতেছে বড়ই ডেইঞ্জারাস। বড়ই জটিল।
তার ওপর কোকিলের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া খ্যাত যে বসন্ত ঋতু তাহার প্রভাবে এই ডেইঞ্জার লেভেল বহুত বেড়ে যায়। তখন শূন্য আকাশে, দখিনা বাতাসে অনেক হাহাকার ধ্বনিত হয় যার অধিকাংশই যৌন-হতাশাতাড়িত বলে আমরা গবেষণা করে জেনে ফেলেছি!

জ-১ ঘটনাকালে নিশ্চুপ চরিত্র হিসেবে থাকবে। অথবা বলা যেতে পারে পরিচালক তার নিশ্চুপতা নিশ্চিত করবেন। কারণ এতে অন্য সব সরব এবং বাচাল চরিত্রদের সাথে একটি কন্ট্রাস্ট তৈরি করা যায়। ভেরি টেকনিকাল। এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে পামেলের সাথে যোগাযোগ করুন। তার ফোন নম্বর: +৮৮০১৬৭৯২৮৫৪... [পুরো নম্বর পেতে কল দিন ০১৮১৬২৭৩৩১২ এই নম্বরে]

আ-১ অন্যদিকে ঘটনার স্থানে শারীরিকভাবে অনুপস্থিত চরিত্র কিন্তু সে তারপরও আছে ত-১ এর ভিতরে এবং স-৩ এর ভিতরে। ত-১ এর ভিতরে সে প্রেম, স-৩ এর ভিতরে সে ঘৃণা।

বাহ! কী চমৎকার! আমি ইচ্ছা করে ব্যাপারটা গুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা কম বুঝতে পারেন কিন্তু তবু আপনারা খেই হারাবেন না বলে আশা করছি প্রিয় বুদ্ধিমান দর্শক; খেই হারানোর মতো এখনও তেমন কিছুই বলা হয়নি, তবে হবে।

কথা হচ্ছে, মহান এরিস্টটল সাহেবকে আমাদের একটাই কথা বলার আছে: 'ভাই আপনি মারা খান। আপনার ইউনিটি অফ টাইম, প্লেইস, একশন আমরা মানতে পারি না এই যুগে। দেখেন আমরা মডার্ন ফডার্ন ক্রস করে পোস্ট মডার্নকে ফালা-ফালা করে কোথায় যে যাইত্যাছি জানি না। ফিজিক্যাল টাইম থেকে সাইকোলজিক্যাল টাইম এমনকি সাইকেডেলিক টাইমে ঢুকে গেছি আমরা যেখানে বিভিন্ন রঙের, আকারের, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সময়-চেতনা ও বাস্তবতা চলে আসে, বুঝলেন কিনা? যাই হোক, মৃত মানুষকে জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। আগে বাড়ি...
ফিজিকাল স্থান, ধরি সাবেক কন্টিনেন্টাল, সাবেক শেরাটন, প্রাক্তন রূপসী বাংলা, বর্তমানে আবার কন্টিনেন্টাল মোড়। কাল বসন্ত, যে ঋতুতে মরার কোকিলেরা আন্দাজে গান তুলে আমাদের ঘুমও ভাঙায়, উদাসও করে দেয়, যাঃ! সময় সন্ধ্যা। ব্যস্ত ট্রাফিক, ভয়ানক ব্যস্ত। এর মধ্যে আমাদের চরিত্ররা, মানে উপস্থিত চরিত্ররা রাস্তা পার হচ্ছে। একটু দাঁড়ান, এইমাত্র আমাদের মনে এলো দ-১ও একটি অনুপস্থিত চরিত্র যার অবস্থান স-১ এর হৃদয়ে ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার। তার মানে

হলো স-১, দ-১ কে ভালোবাসে কিন্তু এমনটা কোথাও লেখা নেই যে স-১ ক, খ, গ, ঘ ও ঙ কিংবা চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এরকম আর কাউকেই ভালোবাসতে পারবে না আর একই নিয়মে দ-১ও ট, ঠ, ড, ঢ, ণ কিংবা ত, থ, দ, ধ, ন-কে ভালোবাসতে পারবে না।

এই রকম মনের মধ্যে একে-ওকে বহন করে রাস্তা পার হলে বাস্তবের ঢাকা শহরে আপনাকে আস্ত পাওয়া যাবে না কিন্তু এটা গল্প কিংবা সিনেমা—লেখক এবং ডিরেক্টরকে না বলে কোনো, ডেইলি স্টারের ভাষায়, 'রেকলেস' বাস তার গল্পের বা সিনেমার চরিত্রকে ভর্তা কিংবা কিমা বানাতে পারবে না। তাই আমাদের চরিত্ররা নির্বিঘ্নে ভাবতে-ভাবতে কিংবা কথা বলতে রাস্তা পার হচ্ছে।

আসুন আমরা আমাদের ক্যামেরাটা একটু ফোকাস করি: দেখি কে কার সাথে আছে। স-৩ এবং ত-১ একসাথে আছে, কথা বলছে না, তারা নাকি পরস্পরকে ঘৃণা করে! এটা অবশ্যই আয়রনি অফ সিচুয়েশন! আমাদের যেহেতু সবজান্তা আখ্যানকারী হতে আপত্তি নেই তাই আমরা জানি স-৩ পাগল-ছাগলের মতো ভালোবাসে ত-১কে, অথবা বলা ভালো: 'ভালোবাসতো'। ত-১ সেই মহান আবেগকে গ্রহণ না করে বা না করতে পেরে ন-২ এর [ত-১ এর বান্ধবী] ভাষায় 'পায়ে ঠেলে' ঘ্যাচাং করে বরং পাল্টি মানে প্রেম খেয়ে গেল আ-১ এর ওপর।
এজন্য সামাজিক অবস্থাকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো এই, স-৩ যে আ-১কে হিংসা বা ঘৃণা করে এটা স্বাভাবিক নয়। বরং অস্বাভাবিক। এটি যখন আমরা জানতে পারি ত-১ যে স-৩কে ভালোবাসে না বলে ঘোষণা করে এবং স-৩কে যে তার প্রায়ই অসহ্য লাগে বলে দাবি করে ইহাও সঠিক নহে। ত-১ বরং তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করে স-৩ এর যন্ত্রণাদগ্ধ বাস্তবতা। খুবই নিষ্ঠুর। নিরপেক্ষ আখ্যানকারী হলেও আমরাও মানুষ, তাই আমরা ত-১কে ত্বরিত একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি! প্রকৃতি তাঁকে শাস্তি দিবেন, আমিন!

স-২ এর মুখ ভার। স-২ প-১কে তুঙ্গ পর্যায়ের ভালোবাসে বলে ক্লেইম করে। প-১ তাকে নাকি প্রচুর প্ররোচনা দিয়েছে একসময়। ওদিকে প-১ এর ভাষায় সে স-২কে নিখাদ বন্ধু হিসেবে দেখতে চায়। স-২ তাই অলটাইম প্যারার ওপর থাকে! প-২ এর কোলে শিশু শ-১। শ-১ এর পা ব্যথা আমরা আগেই বলেছি। জ-১ নিস্পৃহ চরিত্র।
প-১ আর স-১ কী যেন বেশ বলছে হাসতে হাসতে। তাদের হাসি দেখতে সুন্দর। দেখে ধাঁধা লাগে—তারা বোধহয় 'সঙস অফ ইনোসেন্স' খেলছে! কিন্তু তা কী কইরে হয়! সামথিং ফিশি গোয়িং অন...
আমাদের একটু ইতিহাস জানা দরকার। বেশি আগের না, দুই দিন আগের। লাল-মেরুন টাইপের ক্যাটক্যাটা ড্রেস পরে এবং চশমার বদলে চোখে অতিরিক্ত গাঢ়

কাজল দিয়ে এসে চোখ প্রয়োজনের বেশি বড়-বড় করে নাচিয়ে, দন্ত বিকশিত করে মানে দাঁত কেলিয়ে প-১ সেদিন স-১ এর কাছে এসে বলল, আমি আপনাকে বিরাট একটা সিক্রেট বলতে চাই, আপনাকে না বললে মারাই যাব। স-১ এর মন খারাপ ছিল বিশ্রি টাইপের—সেই পুরনো রোগ—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা এবং নিজের অসংগতি খুঁজে বের করে মেলানকলিয়া যাপন করা।

স-১ বলল, না বললে কি চলবে না?

না, চলবে না। পেটের ভাত হজম হবে না, আপনাকে সব বলতে হবে।

জানেন কি, আমি নতুন প্রেমে পড়িয়াছি;

যা-তা টাইপের প্রেম!

স-১ বলল, দেখে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আ-২ এর কী হলো?

প-১ বলল, সে মারা খাক! তিন বছর ধরে তো মেস্‌ড আপ! আর কতো? আপনি জানেন কে এবার?

স-১ ত-২, ম-১ এমনকি স-২ এর কথা ভেবে ফেলল। কিন্তু না। প-১ বলল প-২ এর কথা! স্ট্রেইঞ্জ! বলে সে লজ্জা-টজ্জা পেয়ে একদম সিনেমা বানিয়ে ফেলল। স-১ প-১ এর মুখে এই লজ্জা দেখতে চায় না, এই অযথা লজ্জা প-১ কে মানায় না, এটা তাকে অযথাই মেয়ে বানিয়ে দেয়। স-১ একজন সেই রকম টাইপের ফেমিনিস্ট—থিওরি না কপচিয়ে কথাই বলে না! মাগো-মা!

প-১ এর এই দাপাদাপি সত্যি কিনা স-১ বুঝতে পারে না। সে ব্যথা বোধ করে। ব্যথার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হলেও এখনই সেটা ফাটাবো না।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এইটা আমার দ্বিতীয় প্রেম-পতন। প্রথম পতন কার ওপর জানেন? আপনার ওপর! প-১ বলে দাঁত বের করে। খুব সম্ভব তার হাসি সুন্দরঃ সঙস অফ ইনোসেন্স কিনা জানি না, সঙস অফ ননসেন্সও হতে পারে!

স-১ এর মুখে দুই স্তরের কষ্টবোধ ব্যবস্থা ভেদ করে একখানা আধাখ্যাচড়া ধ্যাবড়া টাইপের হাসি বেরোয়। ইহা আমাদের কাছে গর্বের হাসি বলিয়া বোধ হয়।

প-১ আরও বলে, আমি জানতাম না আপনার মতো মানুষ হয়! আমার মনে হয়েছিল 'ও মাই ডগ'! কিন্তু আমি জানতাম আপনি কে বা কী—

নিজের সম্পর্কে এইসব সুইট-সুইট কথা শুনতে কার না ইয়ে হয় কিন্তু পৃথিবীতে লজ্জা এবং ভদ্রতা বলে এখনও কিছু একটা আছে বলে স-১ প্রসঙ্গ পাল্টায়। বলে, বেশ, ভালো কথা, এখন কী করা? সে জানে সে কী, কেন, কে, অতএব... দ-১ তার মনের ভিতরে...

কিছু না, চাইপা যান। আপনাকে বলার দরকার ছিল বললাম। তারপর প-১ আবারো অযথাই দাপাদাপি করে। একটু পরে জানতে চায় স-১ এর মন খারাপ কেন? ইত্যাদি...

এর মধ্যে আরো দুই দিন গেছে। নদীদের অনেক ঘোলা জল সমুদ্রের নোনা জলের সাথে সংগম করেছে। স-১ ওদিকে প-১ এর সাথে বিট্রয় করে প-২কে সব বলে দিয়েছে। আবার প-১কেও বলে দিয়েছে যে সে প-২কে বলে দিয়েছে। এর নাম সে দিয়েছে 'বিষ থেরাপি'। বিষে বিষক্ষয়। প-২কে সে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে নিতে অনুরোধ করে। প-২ আত্মগর্বের ঠেলায় বলে ফেলে, তার জীবনে এটা নতুন নয়, কত মেয়ে...ইত্যাদি। স-১ এর অস্বস্তি লাগে। স-১ এরপর প-১কে বোঝায়—[ওরে আমার বোঝানেওয়ালারে!]
এর মধ্যে কোনো পাপ তো নেই। ভালোবাসাই তো। অ্যান্ড দিস ইজ ইউর বেস্ট চয়েস সো ফার!
চোখ মেরে প-১ উত্তর দেয়, বেটার চয়েস দ্যান ইউ?
স-১ এর পাল্টা জবাব, আমি চয়েসের ঊর্ধ্বে, বৎস! ওদিকে প-২ এর মন উদ্বেল হলেও আমরা প্রচুর উদ্বেগ লক্ষ করি—আমরা সেগুলো জানি কিন্তু তা বলতে গেলে আমাদের গল্প বে-লাইনে চলে যাবে বিধায় বলছি না, মাফ করবেন!

আবার আমরা হোটেল কন্টিনেন্টাল মোড়ে ফিরি। প-২ বিজ্ঞের মতো আচরণ করে। স-২, স-৩, ত-১ ও জ-১কে সে কিছুই বুঝতে দেয় না। তার আচরণ স্বাভাবিক এই রূপসী বাংলার মোড়ে। তার কোলে তখন শিশু শ-১।
স-২ এর প্যারা উত্তুঙ্গ পর্যায়ে। প-১ কেন স-১ এর সহিত এইভাবে হাসিয়া হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে? ইহা তাহার সহ্য হয় না। ওথেলো সিনড্রোমে আক্রান্ত হয় সে। সে ভাবে এটা খুবই অসামাজিক।

প-১ স-১কে হাসতে হাসতে বলে, জানেন স-২ এখন কী ভাবছে? ভাবছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। স-১ ভাবে সেটা হলে কার বাবার কী এবং বলে, পড়েছিলে তো! 'ড়'-এর ওপর বেশি জোর দিয়ে প-১ বলে, পড়েছিলাম তো। পাস্ট টেন্স। কিন্তু আমি জানি আপনি কে, কী, কেন ইত্যাদি অতএব আমি এখন সেকেন্ড বেস্ট চয়েসে আছি, হি! হি!

স-১ বিশ্বাস করে প-১ এখন প-২ এর প্রেমে হাবুডুবু। শিশু কোলে প-২ও তাই বিশ্বাস করছে। সে বিশ্বাস করে স-১ তার অর্থাৎ প-২ এবং প-১ এর সম্ভাব্য প্রেম বিষয়ে সাহায্য করতে আজ এখানে ওদের সাথে। ত-১ যথারীতি ভাবছে আ-১ এর কথা আর পাশে হাঁটা স-৩ এর বিক্ষুব্ধ মনের আঁচে তার হৃদয়ে উত্তাপ।
আমরা যেহেতু চাইলে আরেকবার সবজান্তা আখ্যানকারী হতে পারি, তাই আমরা দেখে নিতে চাই প-১ এর ভিতরটা। স-১ এর জন্য তার প্রেমটা কমে তো যায়ইনি, বেড়েছে কিন্তু তার এটি আড়াল করা দরকার। কেন দরকার জিজ্ঞেস করবেন না প্লিজ। সে বহুত প্যাঁচালের মামলা। স-২ এর মতো আপনিও জেনে রাখুন এটা অসামাজিক। স-১ জানে সে আজ এখানে এসেছে প-১ আর প-২ এর মধ্যের

উত্তাপ বাড়াতে; তাহলে হয়তো প-১ কে এই পরিচিত ধ্বনিমালার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে, সে হারিয়ে যাবে না অন্য কোনো ধ্বনি বা বর্ণের হয়ে। [কেমন একটা বর্ণমালাভিত্তিক মেটাফোর মেরে দিলুম দেখেন! শুনতে ননসেন্সিকাল লাগলেও ক্যারিশমা আছে, কী বলেন?]

জাতির কাছে প্রশ্ন, তাহলে প-১ কেন বলছে সে প-২ এর প্রেমে পড়েছে?

প-২কে প-১ এর দরকার একটি বর্ম বা ঢাল হিসেবে যাতে স-১ কোনোভাবেই তার গোপন কথা জানতে না পারে: ভালো তামাশা বটে! তাই প-১ স-১ এর সাথে সঙস অফ ইনেসেন্সের খেলা খেলছে। স-১ও সঙস অফ ইনোসেন্স খেলছে না তা কে বলবে? সে জানে সে দ-১কে ভালোবাসে, তবু কি প বর্গের বা বর্ণের, কিংবা ত বর্গের বা বর্ণের, অথবা ত বর্গের বা বর্ণের বা অন্য যে কোনো বর্গের বা বর্ণের কাউকে ভালোবাসলে সেটি 'অসামাজিক' হবে? মানবসমাজে এমনটাই হয়।

এদের মধ্যে শুধু জ-১ নিস্পৃহ আছে। এত কিছুর মধ্যে কীভাবে সে নিস্পৃহ আছে এখন পর্যন্ত আমরা সেটা বের করতে পারিনি।

যে আমি বা আমরা কবিতা বহন করে ঘরে ফিরে মুটে না হয়ে কবি বনে গিয়েছিলাম, সেই আমি বা আমরা যদি বাই চান্স স-১ বলে প্রমাণিত হয়ে যাই, তবে আমার বা আমাদের বাকি গল্পটুকু প্রেমের—যে প্রেম মানব-বাস্তবতা একদমই বুঝতে পারে না। আমার বা আমাদের সব গান যে আমি বা আমরা নিজেই বা নিজেরাই জানি না...

পাগলা ড্যাশ

বর্তমানে আমি একজন গল্পকার, আগে কবি ছিলাম; ভবিষ্যতে কী থাকব জানা নেই। পূর্বে কাব্যের নামে অ-কাব্য ফেঁদেছি, এখন গল্পের নামে না-র গল্প ফাঁদছি, পরে কীসের নামে কী ফাঁদব ন-জানি। কেউ-কেউ বলেন আমি রূঢ় লিখি, কেউ-কেউ আমাকে মূঢ় বলেন।

আমি পরোয়া করি না।

বন্ধু-বান্ধব ভয় পাচ্ছেন অচিরেই আমি বুদ্ধিজীবী বনে যাব; তারপর টক-শো করে টাকা টানবো। হয়তো রাজনৈতিক বিশ্লেষক হব।

হয়তো বা হাঁস হব, কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়। জীবনানন্দ কয়েছিলেন। খুব সম্ভব জীবনানন্দই। এখন ওসব অবান্তর।

কিংবা অচল।

অথবা লাল মাংস। খেতে ভালো কিন্তু স্বাস্থ্যঝুঁকি।

এমনিতে আমি একজন ক্রিটিক।

প্রশ্ন করা

এবং তর্ক করা আমার পেশা।

আমার পাদ্রে-মাদ্রে ভালোই টের পাচ্ছেন। টাইম মেশিন তৈরি হলে তারা অতীতে গিয়ে আমার জন্ম রোধ করতেন।

তবু আমি থামি না। কেন থামব? যুক্তি দিয়ে বোঝান! পারবেন না? তা কেন পারবেন? কাম অন!!

লোকে আমাকে পাগলা-ড্যাশ বলে [ড্যাশের জায়গায় 'চ' বর্গীয় প্রথম বর্ণের একটি শব্দ]।

আমি হয়তো সেটাই, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে আমি পাগলা-ড্যাশ। শুনেছি কেউ পাগল হলে লোকে জানে, পাড়া-প্রতিবেশী জানে, এমনকি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থারা জানে, শুধু উক্ত পাগলে বিশ্বাস করে না।

তাহলে তো হলোই, প্রমাণিত, প্রুভড!

তবু/তাই আমি প্রশ্ন করি—

এমনকি ভগবানকে। আল্লাকে করতে পারি না, রাইট নাই!

মানুষকে প্রশ্ন করা আমার জন্য ওয়ান-টুর ব্যাপার, তাই লোকে আমার কাছে ঘেঁষে

না। তারা মহৎ। তারা দূর থেকে আমাকে পাগলা-ড্যাশ বলে [ড্যাশের মধ্যে কী এখন আপনারা জনেন]
পশু-পাখি-গাছপালা-গুল্মলতা-পাহাড়-পর্বতকে প্রশ্ন করার ভাষা আমার জানা নাই, তাই ওদের খাতির করি।

সেদিন এক ভিক্ষাজীবীকে প্রশ্ন করে ফেললাম—আমি মূর্খ তাই। আমি ভাবি সবাই আমার মতো ভাবে না কেন? আমি আস্ত ভোদাই উইথ এ চন্দ্রবিন্দু—ভোঁদাই
সে বললে টাকা দেন
নরম সুরে, একটা পা নাই তার
সে আরও বললে বরকত হবে
বরকত মানে আমি জানি
আমি বিদ্রোহী ভৃগু। বললাম বরকত দরকার নেই এমনিই টাকা দিই—
ট্যাঁকে হাত দিলেম!
দেখলাম ও মাও! আমি বড়লোক, ছোটো টাকা নেই
মানিব্যাগ মন্থন করে একটা গিটারের পিক আর তার তলায় ধাতব এক টাকা পেলাম।
তা-ই এগিয়ে দিই
আর ভাঙতি নাই
সে বললে আপনার টাকা ড্যাশ-না [আবার চ বর্গের প্রথম বর্ণ—চারিদিকে চয়ের জয়ধ্বনি]
আমি মনে বলতে চাই তোমাকে ড্যাশ-না
আমার বরকতের সুব্যবস্থা করতি পারো নিজেরটা পারো না?
বাসে চাপলে স্টপে-স্টপে তারা ওঠে।
অধিকাংশ সময় তারা ভাইদের সম্বোধন করে, আর বোনদের ইগনোর করে।
তারা সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ টেনে আনে।
তাঁরা ভাবেন বাংলার সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা এক [অবশ্য সংবিধান মতে রাষ্ট্রধর্ম এক হতে পারলে সৃষ্টিকর্তা একই হওয়ার কথা। যুক্তিমতে।]
আমি নিশ্চিত হয়তো ভারতের এমন পেশার কেউ বাসে-ট্রেনে অন্য এক সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ টেনে আনে। জাপানে অন্য ক্রিয়েটর, আমেরিকায় অন্য!

আমি পাগলা-ড্যাশ তাই আমি ভাবি
এসব নিয়েও!

তারা বলে সৃষ্টিকর্তা আমাকে দেখবেন, দু-হাত ভরে দেবেন। আমার বালা-মুসিবত দূর করবেন। আমার যাত্রা নির্বিঘ্ন করবেন। পরীক্ষায় এ প্লাস পাইয়ে দেবেন

এমনকি সবচেয়ে কিপ্টে শিক্ষকের কোর্সেও। আমার পরপারের পথ কণ্টকহীন করবেন। আর পরপারে আমাকে এমন কিছু দেবেন যা আমি সবসময় চাই!
তাদের কারো চোখ নাই
তাদের কারো হাত নাই
তাদের কারো পা নাই
যাদের আছে তাদেরটা ক্ষত-বিক্ষত!
তাঁরা সেসব প্রদর্শন করেন।
আমার করুণা হতে শুরু করে। কিন্তু আমি গোড়ামি করি। ভাবি সরাসরি আমার কাছে চাইলেই হয়, অন্য কারো প্রসঙ্গ না টেনে! আমি কি মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে সাহায্য করব না? সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গ ও ভাবসম্প্রসারণ কেন বাপু! আমি দিই না কিছু। আমার সামনে হাত এসে কিছুক্ষণ থামে, আমি দাঁত কামড়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকি। বুঝি আমার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে। অভিশাপ গ্রহণ করি কিন্তু আইডিয়ার সাথে প্রতারণা করি না! আমি কি মহৎ?

আমি কি মূর্খ?
আমি কি অতি-পণ্ডিত?
আমি কি পাষণ্ড, সিমার?

দেখতে পাই আমি একদিন, অভিশাপগ্রস্ত হয়েই কিনা জানি না, ভিক্ষাজীবী বনে যাই। হয়তো আমার দুটো পা-ই নেই, হয়তো আমার চোখ গলে পড়ে গেছে, হয়তো আমার হাত দুটো নুলো হয়ে গেছে।
আমার ভিক্ষা-ভাষণটা আমি লিপিবদ্ধ করি:
হে মানুষ, আমিও মানুষ। একসময় শুধু মানুষকে আমি সাহায্য করেছি... মানুষকে ভালোবেসেছি...ঘৃণা করেছি, বিশ্বাস করেছি, অবিশ্বাস করেছি। সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা প্রসঙ্গ ও উপসংহারহীন মানুষ। আপনাদের সামনে আমি একা মানুষ দাঁড়িয়েছি। বলব না আকাশে অবস্থানকারী কেউ আপনাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখাবেন, আপনাদের ধনবান করবেন, দুঃখ-দুর্দশা দূর করবেন, কেননা আমার কথা যদি তিনি শুনতে পাবেন তবে আমি আমার দুঃখ দূর করার জন্যই তাকে বলতাম। বলতাম আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করুন, বৃদ্ধি করুন...আমি জানি তিনি করবেন না, জানি চাইলে আপনারাই করতে পারেন। তাই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, আমাকে সাহায্য করুন, আপনাদেরও অন্য মানুষ সাহায্য করবেন।
কেউ আমাকে এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করল না। বরং তারা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। গণআঘাতে বা পদপিষ্ট হয়ে কিংবা না খেতে পেয়ে অক্কা পেলাম আমি। মানুষের পৃথিবী ছেড়ে আমি মানুষের তৈরি সৃষ্টিকর্তার পৃথিবীতে এসে পড়লাম।

আমার বিচার হলো। সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস কিংবা শুধু মানুষে বিশ্বাস করার অপরাধে আমাকে ছুড়ে ফেলা হলো সেই মানুষের পৃথিবীতে। মানুষের মধ্যে টিকে থাকার শাস্তি হলো আমার।

আমাকেই আমি বললাম:
যাও বাবা পাগলা-ড্যাশ, মানুষের কাছে গিয়ে বেঁচে থাকো। মানুষকে আবার বিশ্বাস করে।

***

এ পর্যন্ত পড়ে মসিয়েঁ ফারুক খান মহা আপত্তি তুললেন। ঈশ্বরহীনতার গল্পে ঈশ্বর কেন বাপ?
–এ তো তৈরি করা ঈশ্বর
–সে যাই হোক—সৃষ্ট, দেয় কিংবা 'আপনি মোড়ল'—ঈশ্বর মানে ঈশ্বর!

আমাকে মানতে হলো। তাই আমার মৃত্যু থেকে আবার শুরু করেছি। ওখান থেকে পরেরটুকু ভুলে যান।

...বরং তারা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। গণআঘাতে [শহীদ কাদরীর কবিতা মতে গণচুম্বনে নয়] বা পদপিষ্ট হয়ে কিংবা না খেতে পেয়ে ক্ষেতের সব পটল তুলে ফেললাম আমি।

তারপর আমার একমাত্র মৃতদেহটি লোকজন ফেলে দিলো একটা পেয়ারা গাছের গোড়ায়। তারপর আমার দেহ পচে ভালো জৈবসার হলো। তার প্রমাণ সেবার অনেক ডাঁশা পেয়ারা ফলেছিল সে গাছে। এই গাছের একজন নিয়মিত পেয়ারা-খাদক বলেছিল এমন পেয়ারা সে এই গাছে কখনই খায়নি!

***

এজন্যই কৃষিবিভাগ বারবার রেডিওতে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলে, পিলিজ আপনারা জৈবসার ব্যবহার করুন। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করুন। খাদ্যবিভাগ বলে, চাল কিনতে কিনতে আমরা ফতুর হয়ে গেলাম। মাও রে মাও মানুষ এত খায় কেন! চালের কেজি সত্তুর তবু খাওয়া কমে না! অর্থবিভাগ বলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কত বেড়েছে! আগামীতে আমরা একশ চুরানব্বই টাকায় চাল কিনে খাওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করে ফেলবো।

স্বপ্নদোষ কিংবা একটি নীতিবাক্যের ইতিহাস

"আমার বন্ধু অমুককে একবার এক যৌনরোগ চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়েছিল..."

এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত 'আমার' সর্বনামটি আসলে 'আমাকে' মানে এই গল্পকথককে নির্দেশ করছে না। সত্যি বলতে, এই বয়ানের মধ্যে তিনজন 'আমি' আছে। এক আমি হচ্ছে যে কিনা এই বয়ানটি করছে। এই আমি হচ্ছি তৃতীয় আমি। আরেক 'আমি' হচ্ছে দ্বিতীয় আমি যে কিনা আমাকে অর্থাৎ তৃতীয় 'আমি'কে প্রথম 'আমি'র (যার এক বন্ধু—যে বন্ধুর নাম আমাদের ভুলে গেলেও চলবে তাই যাকে আমরা বলছি 'অমুক'—যে কিনা একবার এক যৌন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিল বা যাকে যেতে হয়েছিল) বয়ানটি আমাকে অর্থাৎ তৃতীয় 'আমি'কে বলেছিল।
সবার একটু পরিচয় দেয়া দরকার বোধ করি। বয়ানকারী হিসেবে এটা আমার পবিত্র দায়িত্ব। দ্বিতীয় আমি থেকে শুরু করি। দ্বিতীয় আমি হচ্ছে 'আমার' মানে কিনা তৃতীয় 'আমি'র বন্ধু, যাকে আবার বন্ধু মনে করে 'প্রথম আমি' এই গল্পটি বলেছিল। এই দ্বিতীয় আমি হচ্ছে একজন শিক্ষক যার নাম আমাদের চেপে যাওয়া উচিত কিন্তু নাম আমরা চেপে যাব না বরং একখানা নাম আমরা আরোপ করব। ধরি তার নাম ফটিক। প্রথম আমি হচ্ছে গিয়ে এই দ্বিতীয় আমির—অর্থাৎ যার নাম আমরা দিয়েছি ফটিক—তার ছাত্রী। বয়সে সে তরুণ। অর্থাৎ সে তরুণী। অর্থাৎ দ্বিতীয় আমি হচ্ছে প্রথম আমির—যার এক বন্ধু (অমুক) একবার বাধ্য হয়ে এক যৌনরোগ চিকিৎসকের দারস্থ হয়েছিল—শিক্ষক। বিষয়টা একটু খটকার বটে।

শ্রোতা হিসেবে যে খটকা আপনারা অনুভব করছেন, শ্রোতা হিসেবে আমি অর্থাৎ তৃতীয় আমি, এই বয়ানকারীও, সেই খটকাই অনুভব করেছিলাম। তাই সেই 'অমুক' যে কিনা প্রথম আমির বন্ধু, সে কেন যৌন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিল বা তাকে কেন যেতে হয়েছিল, এবং অতঃপর যৌন চিকিৎসক তাকে কী বলেছিলেন সেটা জানার আগে এ কেমন ধারা শিক্ষক যাকে তার তরুণী শিক্ষার্থী এসে বলে যে তার এক বন্ধুকে একবার বেশ অল্প বয়সে অর্থাৎ ষোল সতের বয়সে একবার এক... সেটা আমাদের জানাটা ঠিক 'পবিত্র' দায়িত্ব না হলেও এক ধরনের দায়িত্ব বটে।